গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা
www.fireservice.gov.bd

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি	:	মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
সভার তারিখ	:	২১/০৯/২০২২ খ্রিঃ
সময়	:	১১:৩০ ঘটিকা
স্থান	:	অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ।

সভায় উপস্থিত সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের নামের তালিকা : পরিশিষ্ট 'ক'।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত জনাব জাহিদুল ইসলাম, উপসচিব (অগ্নি-১ শাখা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স)সহ সরকারি/বেসরকারি ও বিভিন্ন সংস্থা হতে আগত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রদত্ত বিভিন্ন নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) জনাব মোঃ হাসমতুজ্জামান, সহসভাপতি (FESCAB) জানান যে, কোন ভবন/ইমারত নির্মাণের পূর্বে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে "অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩ এবং বিএনবিসি-২০২০ অনুযায়ী বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবনের নকশা অনুমোদন প্রয়োজন এবং ভবন/ইমারত নির্মাণ শেষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে বিদ্যমান বহুতল বাণিজ্যিক ভবনের জন্য অগ্নি নির্বাপণ ও জননিরাপত্তা সংক্রান্ত সরঞ্জাম স্থাপন করে অনুমোদন নেওয়া হয়। পরবর্তীতে সাব-স্টেশনের কার্যকারিতার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক কার্যকারিতা সনদপত্র নিতে হয়, তা না হলে বিদ্যুৎ এর সংযোগ দেওয়া হয় না। এ জন্য ভোগান্তি বেড়ে গেছে। এ বিষয়ে তিনি ফায়ার সার্ভিসের মতামত জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে: কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি জানান যে, "অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩ এবং বিএনবিসি-২০২০ অনুযায়ী বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবনের নকশা অনুমোদন এবং ভবন/ইমারত নির্মাণ শেষে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী জননিরাপত্তা সংক্রান্ত অগ্নি নির্বাপণী সরঞ্জাম স্থাপন করে ফায়ার সার্ভিস হতে ভবেন ব্যবহারের অনুমোদন সনদ নিতে হয়। তা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের নিমিত্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে সাব স্টেশনের জন্য কার্যকারিতা সনদপত্র নিতে হয়, সেই বিষয়ে বিদ্যুৎ অফিসের সাথে আলোচনা করা হবে।

(খ) জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, গণমাধ্যমকর্মী জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কর্মীগণ যেকোন দুর্যোগ-দূর্ঘটনায় তাৎক্ষনিক সাড়াপ্রদান করে সেবা দিয়ে থাকে, বিভিন্ন ঝুকিপূর্ণ কাজে তারা আহত/নিহত হন। সম্প্রতি সীতাকুন্ড ট্র্যাজেডিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল এর ১৩ জন লিডার /ফায়ারফাইটার নিহত হয়েছেন, তাদের কোন রাষ্ট্রীয় পদক/ সম্মাননা দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে তিনি জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কর্মীগণ বিভিন্ন ঝুকিপূর্ণ ও বীরত্বপূর্ণ কাজে অসামান্য অবদান রাখেন, তার স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৫০টি রাষ্ট্রীয় পদক/ সম্মাননা দেওয়া হয়ে থাকে, গত বছরের পদকের যাচাই বাছাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সীতাকুন্ড ট্যাজেডিতে নিহত ১৩ জন সদস্য রাষ্ট্রীয় পদকে অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন, মন্ত্রণালয় নিহত ১৩ জন সদস্যকে "অগ্নিবীর" খেতাবে ভূষিত করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৭/০৯/২০২২ খ্রিঃ তারিখে (এমটিবি) প্রতিষ্ঠান হতে সম্মাননা ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। সরকারিভাবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

(গ) জনাব মোঃ নুর মোহাম্মদ মিঠু, গণমাধ্যমকর্মী জানান যে, বিভিন্ন অগ্নিদুর্ঘটনায় গণমাধ্যমকর্মীগণ বিশেষ করে রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যান খুব কাছে গিয়ে ঝুঁকির মধ্যে থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে। গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তার স্বার্থে ফায়ার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা যায় কিনা? এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অগ্নিদুর্ঘটনায় বিশেষ করে অতি উৎসাহী কিছু ফেইজবুক পেইজ, ইউটিউবারগণ ভিউজ ও লাইক পাওয়ার জন্য আগুনের খুব কাছে চলে যায়, এতে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে ও সীতাকুন্ডে অনেকে আহত/নিহত হয়েছে এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের অপারেশনাল কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে এই বিষয়ে করণীয় কি?

চলমান-২

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে: কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি জানান যে, গণমাধ্যমকর্মীদের ফায়ার ট্রেনিং এর জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রস্তুত। বিগত সময়ে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটে ফায়ার ট্রেনিং হয়েছে । গণমাধ্যমকর্মীদের ব্যস্ততার কারণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর ট্রেনিং মডিউল অনুযায়ী সময় হয় না। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সদস্য সংখ্যা কম হওয়ার কারণে সারাদেশে ট্রেনিং প্রদান করায় অপারেশনাল কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এছাড়াও উপপরিচালক ঢাকা জানান, গণমাধ্যমকর্মীগণ ২০/৩০ জন গ্রুপ করে ট্রেনিং এর আয়োজন করে ফায়ার সার্ভিসকে জানালে ফায়ার সার্ভিস থেকে ফায়ার পার্সোনালগণ গিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারবেন।

ঘ) জনাব মুস্তাফিজুর রহমান, উপ-নগর পরিকল্পনাবিদ, রাজউক, তিনি তার বক্তব্যে জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বর্তমান সরকারের একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। আমরা জানি এ প্রতিষ্ঠান যেকোন দুর্যোগে সবার আগে সেবা প্রদান করে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ সেবা যথাযথ প্রাপ্তিতে বর্তমানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর অপারেশনে যাওয়ার কোন রুট প্ল্যান রয়েছে কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে: কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে নিজেদের সদা প্রস্তুত রাখে এবং জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন সীতাকুন্ড অগ্নিকান্ডে আমাদের ১৩ জন ফায়ারফাইটার তারা তাদের জীবন আত্নহুতি দিয়েছেন। এছাড়া ফায়ার সার্ভিসের প্রতিটি ফায়ার স্টেশন কর্তৃক অগ্নি প্রতিরোধ নিশ্চিত করার জন্য টপোগ্রাফি ও গণসংযোগ নিয়মিত পরিচালনা করে থাকে। যার মাধ্যমে স্টেশনের কার্য এলাকা ও রোড পূর্ব থেকেই চিহ্নিত ও মাপিং হয়ে যায়। এর ফলে ফায়ার সার্ভিস এর কর্মীগণ অগ্নিকান্ডে দ্রুত রেসপন্স করতে পারে।

(ঙ) ইঞ্জিনিয়ার শহীদুজ্জামান, সহকারী সচিব, বিজিএমইএ, তিনি তার বক্তব্যে জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। যা অত্যন্ত কার্যকারী ও যুগোপযোগী। ফায়ার লাইসেন্স বাস্তবায়নের ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বহুলাংশে অগ্নি ঝুকিঁ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফায়ার লাইসেন্স ও ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণে বিপত্তির সৃষ্টি হয়। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য ফায়ার লাইসেন্স ও ট্রেড লাইসেন্স এর মধ্যে কোনটি আগে গ্রহণ করতে হবে? এছাড়া ফায়ার সার্ভিস হতে ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ আছে কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে: কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক অগ্নি ঝুকিঁ হ্রাসকল্পে ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ফায়ার লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস তার প্রতিষ্ঠানের বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য সেবাগ্রহতীর নিকট হতে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে থাকে। এরপর এসকল কাগজপত্র যাচাইবাছাই এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক সারাদেশে ৬২ হাজার ভলেন্টিয়ার তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্টেশনে রেজিস্ট্রেশন করার মাধ্যমে ভলেন্টিয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা সম্ভব।

চ) জনাব রায়হান ভলান্টিয়ার, লালবাগ জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকৃত ভলান্টিয়ারদের অপারেশনাল কার্যক্রমে কাজ করার সুবিধার্থে ভালমানের পিপিই সরবরাহ করা যায় কি না এ বিষয়ে তিনি মতামত জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে: কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকৃত ভলান্টিয়ারদের অপারেশনাল কার্যক্রমে কাজ করার সুবিধার্থে ভালমানের পিপিই সরবরাহের নিমিত্ত কোন দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে উক্ত বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(ছ) জনাব মো: কায়সার, রেডক্রিসেন্ট জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে মহিলাদের অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে কিনা এ বিষয়ে তিনি মতামত জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক মহড়া ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রাপ্ত বয়স্ক যে কেউ সংশ্লিষ্ট ফায়ার স্টেশনে আবেদন করলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

(জ) জনাব জনাব মো: নুরুজ্জামান, উপপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর জানান যে, ভবনের পাশে জলাধার রাখার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার বিষয়ে তিনি মতামত জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে: কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি জানান যে, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) ২০২০ এ ভবনের নিচে পানি রিজার্ভার করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, ভবনের পাশে জলাধার সংরক্ষণের বিষয়ে স্থানীয় ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

চলমান-৩

সভায় উপস্থিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগের উপসচিব (অগ্নি-১ শাখা) জনাব জাহিদুল ইসলাম বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান যা সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন একটি অধিদপ্তর। যাদের কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যেকোনো দুর্যোগে সবসময় তাদের সেবা দ্রুত পাওয়া যায়। সকলের আলোচনার সারসংক্ষেপে পরিলক্ষিত হয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে সেবা গ্রহিতারা সেবা প্রাপ্তিতে সন্তুষ্টি রয়েছে। তিনি সকলের গ্রহণযোগ্য মতামত/পরামর্শ বাস্তবায়নে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেন। তিনি বলেন অগ্নিনিরাপত্তার স্বার্থে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক ভবন, বানিজ্যিক ভবনসহ অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে মৌলিক প্রশিক্ষণ ও মহড়া পরিচালনা করলে অগ্নিসচেতনতা বৃদ্ধিসহ এ বাহিনীর অপারেশনাল কার্যক্রমে সুবিধা হবে। যেকোনো দুর্যোগে ফায়ার সার্ভিসকে সংবাদ প্রদানের জন্য ফায়ার সার্ভিসের টেলিফোন নম্বর নিজেকে তথা পরিবারকে সংরক্ষণ করার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ জানান। সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে ওয়েবসাইটের সেবাবক্সে আরো পরামর্শ প্রদানের জন্য সকলকে অনুরোধ জানান। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে জনস্বার্থে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে সকলের মূল্যবান মতামত দেয়ার জন্য সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

সভায় বিস্তারিত আলোচনায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

ক্রমিক	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
১.	গণমাধ্যমকর্মীদের অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;	পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
২.	অপারেশনাল কার্যক্রমের সুবিধার্থে মহানগর তথা আরবান এরিয়াতে আরো প্রশিক্ষিত ভলেন্টিয়ার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;	পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
৩.	অগ্নিনিরাপত্তার স্বার্থে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক ভবন, বাণিজ্যিক ভবনসহ অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে মহড়া পরিচালনা করা হবে;	পরিচালক (অপারেশন ও মেইটেন্যান্স)
৪.	অগ্নিনিরাপত্তার স্বার্থে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক ভবন, বাণিজ্যিক ভবনসহ অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে মৌলিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে।	পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

সমাপনী বক্তৃতায় পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করে থাকে। এ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের নিকট হতে মতামত নেয়া হয়েছে। আপনাদের গ্রহণযোগ্য মতামত বাস্তবায়নে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সসহ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বারষ্ট্র মন্ত্রণালয় একসাথে কাজ করবে। সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং দেশের জানমাল রক্ষাসহ সকলের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে উপস্থিত অংশীজন ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করার জন্য আহবান জানান। তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অনুরোধ ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/০৭/২০২২

মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০২০.৩৯.০০১.২২- ২০০২৮

তারিখ : ১৪/০৮/১৪২৯ ব.
২৭/০৭/২০২২ খ্রি.

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রদান করা হলো:

১. অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, [মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
২. পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স)/ (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. উপপরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স)/ (উন্নয়ন)/(পরিকল্পনা কোষ)/ (অ্যাম্বুলেন্স), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ----------বিভাগ,---------- (সকল)।
৫. সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)/ (ওয়্যারহাউজ ও ফায়ার প্রিভেনশন)/ (ক্রয় ও ষ্টোর)/ (অপারেশন)/(উন্নয়ন)/ (প্রশিক্ষণ)/(পরিকল্পনা কোষ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।
৭. সিনিয়র স্টাফ অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা, [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
৮. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা, (ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)।

২৭/০৭/২০২২

মামুন মাহমুদ
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)